যুগান্তর

03 JUN 2007

টিআইবি রিপোর্ট

পিরোজপুরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ১১ খাতে ঘুষ দিতে হয়

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সহযোগিতায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) পিরোজপুর আয়োজিত জরিপের প্রতিবেদন প্রকাশ ও মতবিনিময় সভা শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। এ জরিপে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অবৈধভাবে নানারকম ফি নেয়া, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, নিষ্ক্রিয় এসএমসি ইত্যাদিতে নানারকম অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। যা এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৫ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১১টি খাতে বিভিন্ন ফি হিসেবে ১১ লাখ ৫ হাজার [illegible] টাকা ঘুষ আদায় করা হয়েছে। প্রাথমিক ৩৯ ভাগ ছাত্রছাত্রী, যারা প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে উপবৃত্তি পাচ্ছে, তাদের মধ্যে ২৫ ভাগকে উপবৃত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গড়ে ৫০ টাকা চাঁদা বা ঘুষ দিতে হয়েছে। উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭৮ ভাগই সরকার নির্ধারিত টাকা থেকে বছরে গড়ে ২১৯ টাকা কম হারে সামগ্রিকভাবে মোট ৬ লাখ ৯৪ হাজার ৩৮৩ টাকা কম পেয়েছে। সূত্র জানায়, যেসব শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় আসতে পারেনি তাদের ১৮ ভাগ স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ না দেয়া এবং ১৭ ভাগ প্রভাবশালী আত্মীয় না থাকার কারণে আসতে পারেনি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিরোজপুর [illegible] ভবনের মাহমুদ সেলিম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সনাক [illegible] আহ্বায়ক প্রফেসর শংখ সাহিদুর [illegible]। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য মোহসেনাতুন নেসা মাসুমা।